সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৯৩

১/ পবিত্রতা অর্জন (كتاب الطهارة)

পরিচ্ছেদঃ ৭৫. আগুনে পাকানো জিনিস খেলে অযু না করা প্রসঙ্গে

باب فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

আরবী

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، ـ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ أَبِي كَرِيمَةَ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ ـ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ ثُمَامَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مِصْرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم فِي دَارِ رَجُلٍ فَمَرَّ بِلاَلٌ فَنَادَاهُ بِالصَّلاَةِ فَخَرَجْنَا فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ " . قَالَ نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي . فَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَضْعَةً فَلَمْ يَزَلْ يَعْلِكُهَا حَتَّى أَحْرَمَ بِالصَّلاَةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ .

ـ ضعيف

বাংলা

১৯৩। উবাইদ ইবনু সুমামাহ আল-মুরাদী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু হারিস ইবনু জাযই (রাঃ) নামক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক সাহাবী মিসরে আমাদের কাছে আগমন করলেন। আমি তাকে মিসরের একটি মসজিদে হাদীস বর্ণনা করতে শুনলাম। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তির ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমি সহ সাতজন অথবা ছয়জন উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় বিলাল (রাঃ) এসে তাঁকে সালাতের জন্য ডাকলেন। তখন আমরা সবাই বেরিয়ে গেলাম। পথিমধ্যে আমরা এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যার পাতিল ছিল আগুনের উপর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার পাতিলের (মাংস) রান্না হয়েছে কি? সে বললঃ হ্যাঁ, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। এরপর তিনি সেখান থেকে এক টুকরা (মাংস) তুলে নিয়ে চিবাতে লাগলেন। এমনকি

সালাতের তাকবীরে তাহরীমা বাঁধা পর্যন্ত তিনি তা চিবাচ্ছিলেন। আর আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম।[1]

দুর্বল।

English

Narrated Abdullah ibn Harith ibn Jaz':

One of the Companions of the Prophet (may peace be upon), came upon us in Egypt. When he was narrating traditions in the Mosque of Egypt, I heard him say: I was the seventh or the sixth person in the company of the Messenger of Allah (peace be upon him) in the house of a person.

In the meantime Bilal came and called him for prayer. He came out and passed by a person who had his fire-pan on the fire. The Messenger of Allah (ﷺ) said to him: Has the food in the fire-pan been cooked? He replied: Yes, my parents be sacrificed upon you. He then took a piece out of it and continued to chew it until he uttered the first takbir (AllahuAkbar) of the prayer. All this time I was looking at him.

ফুটনোট

[1] যুবাইদী ‘আল ইত্তিহাফ’ (২/৩০৮)। এর সনদে উবাইদ ইবনু সুমামাহ রয়েছে। হাফিয বলেন, মাকবূল। আর ইমাম যাহাবী বলেন, তাকে চেনা যায়নি। কিন্তু হাদীসটির শাহিদ বর্ণনা আছে ইবনু মাজাহ (অধ্যায়ঃ খাওয়া-দাওয়া, অনুঃ মসজিদে খাওয়া হাঃ ৩৩০০), ইবনু হিব্বান (১/৩৫৮ হাঃ, ২২৩)। যাওয়ায়িদ গ্রন্থে রয়েছে এর সানাদ হাসানম রিজাল নির্ভরযোগ্য, আর ইয়াকূব সমালোচিত। ইবনু ওহাব সূত্রে ‘আব্দুল্লাহ ইবনুল হারি ইবনু জাওয়িয যুবাইদী বলেন, ‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমরা মসজিদে রুটি ও গোশত খেয়েছি।’’ আলবানী একে সহীহ বলেছেন।

-

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষাঃ

১। গোশত খেলে উযু ভঙ্গ হয় না। কেননা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশত খেয়ে উযু না করেই সালাতে দাঁড়িয়েছেন।

২। ইমামকে সালাতের সময় উপস্থিত হওয়ার সংবাদ জানানো শারী‘আত সম্মত।

৩। খাওয়ার পর কুলি না করে সালাত আদায় জায়িয। খাওয়ার পর হাত ধোয়া ওয়াজিব নয়।

৪। এক ব্যক্তির জন্য অপর ব্যক্ত খাদ্য থেকে খাওয়া জায়িয আছে, যখন তিনি জানবেন যে, তার সেই ভাই এতে সন্তুষ্ট, নারাজ নন।

৫। গোঁফ বড় করা অপছন্দনীয়। কিছুটা বড় হলেই তা ছেঁটে ফেলা উচিত।

৬। একজন আরেকজনের গোঁফ ছেঁটে দেয়া জায়িয।

৭। খাবার উপস্থিত হলে তা না খেয়ে সালাত আদায় করা পছন্দনীয়। অন্য হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57511

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন